ভাসমান বেডে ইঁদুর দমনের কলাকৌশল

ভাসমান বেডে সবজি ও মসলা চাষের ক্ষেত্রে বেশ কিছু সমস্যার মধ্যে ইঁদুরের আক্রমণ একটি প্রধান সমস্যা। এরা ভাসমান বেডের চারা গাছ কেটে দেয়, বিভিন্ন সবজি ও মসলা খেয়ে ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে। ইঁদুর জাতীয় প্রাণী হল মারাত্মক ক্ষতিকারক প্রাণী যা ফসল বপন থেকে শুরু করে ফসল কাঁটা, সংগ্রহ ও সংরক্ষণ পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে ক্ষতি করে থাকে। ইঁদুর যে কোনো পরিবেশে নিজেকে খাপ খাইয়ে খুব দ্রুত বংশ বিস্তার করতে সক্ষম। ভাসমান বেডে ইঁদুর শুধু ফসলেরই ক্ষতি করে না

বরং যত্রতত্র গর্ত করে বা বেড ম্যাটেরিয়েল আলগা করে এর মারাত্মক ক্ষতি করে থাকে। ভাসমান বেডে দুই থেকে তিনটি প্রজাতির ইঁদুর ফসলের বেশি ক্ষতি করে যেমন- মাঠের কালো ইঁদুর, মাঠের বড় কালো ইঁদুর ও ঘরের ইঁদুর বা গেছো ইঁদুর। এগুলোর মধ্যে ভাসমান বেডে গেছো ইঁদুরের উপদ্রব বেশি পরিলক্ষিত হয়েছে।

চিত্র: গেঁছো ইঁদুর

চিত্র: ভাসমান বেডে সবজি ফসলে ইঁদুরের ক্ষতির নমুনা

সমন্বিত ইঁদুর দমন ব্যবস্থাপনা

একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অনুধাবন করা প্রয়োজন যে, ইঁদুর ব্যবস্থাপনা একটি পরিবেশগত কৌশল যার লক্ষ্য ইঁদুরের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা, কিন্তু কোন প্রজাতিকে সমুলে ধ্বংস করা নয়। ইঁদুর দমনের সবচেয়ে ভাল উপায় হল, ইঁদুরের মৌলিক চাহিদা যেমন খাদ্য ও বাসস্থান সম্পর্কে জানা এবং এসব উপাদানগুলো সীমিত করা যা ইঁদুরের সংখ্যা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। এখানে কর্মকৌশল নির্ধারণ করতে হবে চাষীদেরকে এবং সেই অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা তাদেরকেই নিতে হবে।

ইঁদুর দমন পদ্ধতিসমূহকে আমরা সাধারণতঃ দু'ভাগে ভাগ করতে পারি।

১) পরিবেশসম্মতভাবে ইঁদুর দমন যা অরাসায়নিক দমন পদ্ধতি এবং
২) বিষ প্রয়োগের মাধ্যমে ইঁদুর দমন বা রাসায়নিক দমন পদ্ধতি

১) পরিবেশসম্মতভাবে ইঁদুর দমন

কোন রকম বিষ ব্যবহার না করে অর্থাৎ পরিবেশের কোন ক্ষতি না করে ইঁদুর দমনই হলো পরিবেশসম্মতভাবে ইঁদুর দমন যা অরাসায়নিক দমন পদ্ধতি। বিভিন্নভাবে এটা করা যায় যেমন- পরিদর্শন ও সজাগ দৃষ্টির মাধ্যমে ইঁদুর দমন। এর উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে সর্বদা সজাগ থাকা যার অর্থ হচ্ছে ভাসমান বেডে ইঁদুরের উপস্থিতি, গতিবিধি এবং আক্রমণের তীব্রতার উপর সব সময় সজাগ দৃষ্টি রাখা এবং নিয়মিত পরিদর্শন করা। ইঁদুরের উপস্থিতির কোন চিহ্ন দেখা মাত্র তাকে খুঁজে বের করে যে কোন উপায়ে মেরে ফেলার ব্যবস্থা করতে হবে। এ পরিদর্শন কোন এক এলাকার ইঁদুর দমন পরিকল্পনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

আশ্রয়স্থল কমানো/বাসস্থান ব্যবস্থাপনা

ভাসমান বেডে আগাছা দমন করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে, কারণ ইঁদুর অপরিচ্ছন্ন ও ঝোপলো জায়গা পছন্দ করে।

প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি

ভাসমান বেডে উপযুক্ত পদ্ধতিতে প্রতিবন্ধতা সৃষ্টি করা, ইঁদুর দমনের একটি প্রধান উপায়। ভাসমান বেডের চারপাশে প্রতিবন্ধকতার কৌশল অবলম্বন করে ইঁদুরের ক্ষতি কমানো যায়, তা হলো-

ক) ভাসমান বেডের চারপাশে পলিথিন দিয়ে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা;
খ) পানির উপড়ে কাঠের এবং বাঁশের তৈরি স্থাপনায় ধাতব পাত বা পলিথিন দিয়ে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা

চিত্র: ভাসমান বেডে প্রতিবন্ধতা সৃষ্টি করে ইঁদুর দমন

জৈব নিয়ন্ত্রণ বা পরভোজী প্রাণীর মাধ্যমে ইঁদুর দমন

অন্যান্য প্রাণীর মত ইঁদুর জাতীয় প্রাণীরও পরভোজী প্রাণী আছে, তন্মধ্যে বিড়াল, বনবিড়াল, কুকুর, খেকশিয়াল, পাতিশিয়াল, বাজপাখী, চিল, পেঁচা, বেজী, সাপ, গুইসাপ ইত্যাদি প্রাণী ইঁদুর খায়। এ সমস্ত উপকারী পরভোজী প্রাণী মেরে ফেলা থেকে বিরত থাকতে হবে।

নিবিড়ভাবে ফাঁদ পাতার মাধ্যমে ইঁদুর দমন

নিবিড়ভাবে বিভিন্ন রকমের জীবন্ত ও মরণ ফাঁদ ব্যবহার করে ইঁদুর দমন করা যায়। ফাঁদে ইঁদুরকে আকৃষ্ট করার জন্য বিভিন্ন ধরনের সহজ লভ্য কিছু খাদ্য টোপ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। উদাহরণস্বরূপ শুটকি মাছ, বিস্কুট, আলু, পাউরুটি ইত্যাদি। প্রতিদিন নতুন টোপ ব্যবহার করতে হবে এবং ফাঁদ পরিষ্কার করতে হবে।

চিত্র: ভাসমান বেডে ফাঁদ পেতে ইঁদুর দমন

২) রাসায়নিক দমন বা ইঁদুরনাশক দিয়ে দমন

রাসায়নিক পদ্ধতিতে ইঁদুর দমন পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই বহু যুগ ধরে রাসায়নিক পদ্ধতিতে ইঁদুর দমন চলে আসছে। বিষ ক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে রাসায়নিক পদ্ধতিকে মূলত দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

ক) তীব্র বা তাৎক্ষণিক বিষ এবং

খ) বহুমাত্রা বা দীর্ঘ মেয়াদী বিষ

ক) তীব্র বা তাৎক্ষণিক বিষ

যে সমস্ত বিষ খেলে ইঁদুরের তাৎক্ষণিক মৃত্যু ঘটে তাদেরকে তীব্র বিষ বলা হয় যেমন- জিংক ফসফাইড। অতি সহজে কৃষকগণ জিংক ফসফাইড বিষটোপ ব্যবহার করে ইঁদুর দমন করতে পারে। এ বিষ ভাসমান বেডের উপর বাঁশের বা প্লাস্টিকের তৈরি বেইটস্টেশনের পাইপের ভিতর প্রয়োগ করতে হবে তবে কোনোক্রমেই পরপর দু'তিন রাত বিষটোপ ব্যবহারের পর ঐ স্থানে এক মাস আর এ বিষ ব্যবহার না করাই ভাল।

খ) দীর্ঘ মেয়াদী বিষ

যে সমস্ত বিষ খেলে ইঁদুর ধীরে ধীরে অসুস্থ বা দুর্বল হয়ে ২-১৪ দিনের মধ্যে মারা যায় তাদেরকে দীর্ঘ মেয়াদী বিষ বলা হয়। এ ধরনের বিষে বিষটোপ লাজুকতা নেই বিধায় ইঁদুর সহজে এ বিষ খায়। ফলে একসাথে অনেক ইঁদুর মারা যাবার সম্ভাবনা থাকে। এদেশে ল্যানির‍্যাট, ক্লের‍্যাট, রোমা, ব্রোমা পয়েন্ট বিভিন্ন নামে কীটনাশকের দোকানে পাওয়া যায়।

চিত্র: ভাসমান বেডে বেইট স্টেশনের ভিতর বিষটোপ প্রয়োগ

ইঁদুর সম্পূর্ণভাবে দমন বা নির্মূল করা সম্ভব নয়। তাই এদের সংখ্যা কমিয়ে মূল্যবান ফসল রক্ষা করার চেষ্টা করতে হবে। কোন নির্দিষ্ট একক পদ্ধতি ইঁদুর দমনের জন্য যথেষ্ট নয়। ইঁদুর দমনের সফলতা নির্ভর করে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা এবং বিভিন্ন সময়োপযোগী পদ্ধতির সমন্বিতভাবে ব্যবহারের উপর। অতএব, সময়োপযোগী দমন পদ্ধতিসমূহ সম্মিলিতভাবে প্রয়োগ করলেই ভাসমান বেডে ইঁদুরের উপদ্রব কমানো সম্ভব।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন

আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
রহমতপুর, বরিশাল
ও
অনিষ্টকারী মেরুদন্ডী প্রাণী বিভাগ
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
গাজীপুর-১৭০১
ফোন: ০১৭১২-৭৫২২৫৩, ০১৯১১-৮৫৭৫৮৬, ০১৭১২-১৫৮৬১২, ০১৭১২-৩৬৯৩৯৫

অর্থায়নে: ভাসমান বেডে সবজি ও মসলা চাষ গবেষণা, সম্প্রসারণ ও জনপ্রিয়করণ প্রকল্প (বারি অংগ)